'প্রজাতন্ত্রের গঠন... সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের প্যারোডি' : ফ্রান্সের সেকেন্ড রিপাবলিক

স্পেনে সেকেন্ড রিপাবলিকের অভিজ্ঞতা

মৌটুসী জুবাইদা রহমান

প্রকাশ: মঙ্গলবার ১১ মার্চ ২০২৫, ০৫:০০

স্পেনে দ্বিতীয় রিপাবলিকের ঘোষণা ছবি: দ্য সিটিজ ডিএসএ

১৯৩১-৩৯ সাল পর্যন্ত স্পেনে বিদ্যমান ছিল সেকেন্ড স্প্যানিশ রিপাবলিক, যা ছিল স্পেনের একটি গণতান্ত্রিক সরকার। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রাজতন্ত্রের প্রতি ব্যাপক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা ত্রয়োদশ আলফনসোর পদত্যাগের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি।

১৯৩১-৩৯ সাল পর্যন্ত স্পেনে বিদ্যমান ছিল সেকেন্ড স্প্যানিশ রিপাবলিক, যা ছিল স্পেনের একটি গণতান্ত্রিক সরকার। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রাজতন্ত্রের প্রতি ব্যাপক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা ত্রয়োদশ আলফনসোর পদত্যাগের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি। ১৯৩১ সালের ৯ ডিসেম্বর একটি প্রজাতন্ত্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়, যা স্পেনকে একটি গণতান্ত্রিক রিপাবলিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাষ্ট্র ও গির্জার আলাদাকরণ এবং নাগরিক স্বাধীনতাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইতিহাসবিদদের মতে, স্পেনের গত ১০০ বছরের ইতিহাসের একমাত্র উজ্জ্বল সময় ছিল সেকেন্ড রিপাবলিক। ১৯৩১ সালের ১৪ এপ্রিল সেকেন্ড রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। রিপাবলিকান ডেমোক্রেসি এক দশকব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। মূলত সামাজিক রূপান্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাগুলোর জন্য বিশেষত ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে ইউরোপে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রিপাবলিক ধারণা দেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এ রোমান্টিকভাবে চিত্রিত রিপাবলিকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল ফ্রাঙ্কো শাসনের প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যা তার পরাজিত প্রতিপক্ষকে একটি রেডিক্যাল, এনার্কিক ও বিপর্যয়কর শাসন হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

স্পেনের পূর্ববর্তী গণতন্ত্রের পরীক্ষা, সেকেন্ড রিপাবলিক (১৯৩১-৩৯) এবং বিশেষভাবে যে ব্যক্তিদের দায়ী করা উচিত স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) বিপর্যয়ের জন্য, তা সবসময়ই তীব্র বিতর্কের। এটি একটি এমন মামলা পুনরায় উন্মুক্ত করেছে, যা ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি স্পেনে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের পর মনে হয়েছিল বন্ধ হয়ে গেছে।

গত দশকে রাজনৈতিক সহিংসতা সেকেন্ড রিপাবলিক ও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যয়নের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, যা স্পেনের ইতিহাসকে ইউরোপের অন্য অংশগুলোর ইতিহাসের সঙ্গে তুলনীয় করে তোলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও এটি দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে ব্যতিক্রম ছিল না। সে যুগে স্পেন লিবারেল ব্যবস্থার অপমৃত্যু ও পতন (১৯১৪-২৩); সামরিক স্বৈরশাসন (১৯২৩-৩০); গণতান্ত্রিক রিপাবলিক সহিংসতার বিস্তার (১৯৩১-৩৬) ও একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত (১৯৩৬-৩৯) এবং পরবর্তীকালে সামরিক স্বৈরশাসন (১৯৩৯-৭৫), যেখানে বছরের প্রথম দিকে বিশেষভাবে দমনমূলক ছিল তা প্রত্যক্ষ করেছে।

এছাড়া স্প্যানিশ রক্ষণশীলতাবাদের বৈচিত্র্যময় উপাদানগুলোর একটি ভ্রান্ত একরৈখিক; ডেমোনাইজড ও টোটালিটেরিয়ান প্রচারণা ছিল। এছাড়া রিপাবলিকান যুগের রাজনৈতিক সংঘাতের পরিমাণ এতটাই তীব্র যে তা স্পেনকে যিয়ে যায় গৃহযুদ্ধের সম্মুখে। সেকেন্ড স্প্যানিশ রিপাবলিক (১৯৩১-৩৯) স্পেনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এর প্রভাব এখনো ইতিহাসবিদদের দ্বারা বিতর্কিত এবং বিশ্লেষিত হচ্ছে। দ্বিতীয় রিপাবলিকের সময়ে বামপন্থী ও ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চরম রাজনৈতিক বিভাজন ছিল। বামপন্থীদের মধ্যে সোভিয়েতবাদী, এনার্কিস্ট ও কমিউনিস্টরা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজতন্ত্রপন্থী, ফ্যাসিস্ট ও রক্ষণশীলরা ছিল। এ বিভাজন একটি অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা অবশেষে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) দিকে পরিচালিত হয়। এ সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, দমঘট ও সামাজিক অস্থিরতা সাধারণ হয়ে উঠেছিল, যা রিপাবলিকের স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে তোলে।

রিপাবলিকান গণতন্ত্রের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম চিহ্নিত একটি হলো এটির সাংবিধানিক কাঠামো রক্ষণশীলদের বাদ দিয়ে গঠন করা হয়েছিল। বামপন্থী বিশেষত বাম রিপাবলিকান ও সোশ্যালিস্ট যারা প্রজাতন্ত্রের প্রতি প্যাট্রিমোনিয়াল ও ইনস্ট্রুমেন্টাল মনোভাব পোষণ করেছিল তাদের নিয়ে কাঠামোর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিপ্লবী এবং অগণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার (অর্থাৎ এনার্কিস্ট, কমিউনিস্ট, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট); এবং মধ্যপন্থীদের রাজনৈতিক পরাজয়, যারা বামপন্থী যোদ্ধা এবং চরম ডানপন্থী বিরোধী-লিবারেল শক্তির দ্বারা নির্যাতিত ছিল।

রিপাবলিক স্পেন আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার এনেছিল। এর মধ্যে ছিল ভূমি সংস্কার, শ্রমিক অধিকার, লিঙ্গসমতা ও শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কৃত করা হয়েছিল অশিক্ষার হার কমানোর এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশে।

রিপাবলিকান সরকার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতাকে প্রোমোট করেছিল। ফলে ১৯৩০-এর দশকে স্পেনীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, যেখানে লোরকা, বুনুয়েল ও দালির মতো বিশিষ্ট শিল্পী ও লেখকরা আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

সেকেন্ড রিপাবলিকের সময়কাল অর্থনৈতিক দিক থেকে কঠিন ছিল, যা মন্থর মন্দা, ব্যাপক বেকারত্ব ও সংগ্রামী কৃষি খাত দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এ অর্থনৈতিক কষ্টের কারণে সামাজিক অস্থিরতা ও ধর্মঘট বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে কৃষক এবং শ্রমিকরা জমির মালিক ও সরকারের দ্বারা ক্রমাগত শোষণ-নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল। কৃষি সংস্কারের প্রচেষ্টা বিতর্কিত ছিল এবং রক্ষণশীল শক্তির তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল, যারা সংস্কারগুলোকে প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছিল।

১৯৩১ সালের রিপাবলিক সংবিধান গণতান্ত্রিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যেমন সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ এবং নাগরিক স্বাধীনতা। এটি ইউরোপের সে সময়কালের অন্যতম প্রগতিশীল সংবিধান ছিল।

তবে সংবিধানটি রক্ষণশীল ও বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, ফলে রাজনৈতিক ঐক্যের অবনতি ঘটে। এটি রিপাবলিকের অস্থিতিশীলতার একটি প্রধান কারণ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান মিলিয়ে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের উন্মটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেনাবাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো, ১৯৩৬ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রিপাবলিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

যুদ্ধটি স্পেনের বহু অবকাঠামো ধ্বংস করেছিল এবং স্প্যানিশ সমাজে গভীর ক্ষত রেখে গিয়েছিল। সংঘর্ষটি ১৯৩৯ সালে ফ্রাঙ্কোর জাতীয়তাবাদী বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়, ফলে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলা একটি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৃহযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদী বিজয় এবং পরবর্তী ফ্রাঙ্কোবাদী শাসনের ফলে রিপাবলিকের সমর্থক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক বিপক্ষধারীদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্পেন রাজনৈতিকভাবে কয়েক দশক ধরে বিভক্ত ছিল।

সেকেন্ড রিপাবলিক যদিও সংক্ষিপ্ত ছিল, অনেক স্প্যানিয়ারের কাছে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিশেষত তাদের জন্য যারা নির্বাসনে চলে গিয়েছিল। রিপাবলিকের স্মৃতি ও এর বার্তা এখনো আধুনিক স্প্যানিশ রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

তবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিতিবদ্ধ ইতিহাসবিদদের জন্য, প্রমাণ মতটা গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তাও পরিত্যাগ করা যেতে পারে যদিও তা তাদের তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। এ অর্থে এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে 'পুনঃসংস্কৃতিবাদীরা' রিপাবলিকান গণতন্ত্রের সংকটে চরম ডানপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবেও দেখেন। যদি কোনো ইতিহাসবিদ রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিতিবদ্ধ ইতিহাসবিদ্যার ধর্মগ্রন্থ মেনে না চলে, তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নিন্দা করা হয়।

তারা দ্বিধ্যা সমীকরণটি অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছে যে রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংঘর্ষের উচ্চ স্তরের স্বীকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপাবলিকান বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং গৃহযুদ্ধের উদ্ভবের সংগতিপূর্ণতা বোঝায়। অন্য কথায়, ফ্রাঙ্কোবাদীরা যুক্তি দিত এবং এখন নান্দনিকভাবে পরিচালিত, অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ইতিহাসবিদরা যেন এটি মেনে নেন যে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার পতন একটি নির্বাচিত রিপাবলিক সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহকে বৈধ করতে পারে। এটি বুঝতে সাহায্য করে কেন এ ইতিহাসবিদরা ১৯৩৬ সালের জুলাইয়ের আগে স্পেনে রাজনৈতিক সহিংসতার গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করেন।

রিপাবলিকান স্পেনে ১৯৩৬ সালের জুলাইয়ের আগে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি ক্রমবর্ধমান সাধারণ ঘটনা ছিল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি, ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি ও ডিসেম্বরে তিনটি বৃহৎ এনারকিস্ট বিদ্রোহ হয়; ১৯৩২ সালের আগস্টে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়; ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে সমাজতন্ত্রী এবং বামপন্থী কাতালান ন্যাশনালিস্টদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটে; বিভিন্ন ধরনের সাংঘর্ষের (শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক অস্থিরতা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, ধর্মবিরোধিতা, ডান ও বামপন্থী শহরে সন্ত্রাসবাদ) ফলে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে। কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ জন রাজনৈতিক কারণে সহিংস মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন ১৯৩৪ সালের অক্টোবরের বিদ্রোহে নিহত হন এবং ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন নিহত হন। এ ভয়াবহ পরিসংখ্যানের পর কেউই স্পেনের গণতন্ত্র ও স্পেনীয় নাগরিকদের জীবনে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না।

মৌটুসী জুবাইদা রহমান: সহসম্পাদক, বণিক বার্তা